মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সূবর্ণযুগেঃ প্রবীণদের প্রয়োজনে

সৈয়দ মামুনূর রশীদ

শৈশব আর বার্ধক্য পরস্পর দু'মেরুর বাসিন্দা হলেও আচরণগত আর শারিরীকভাবে সময় দু'টি বড্ড কাছাকাছি। শৈশব ক্রমবর্ধমান শুক্লপক্ষ আর বার্ধক্য ক্রমহ্রাসমান কৃষ্ণপক্ষ। মুসলিম সম্প্রদায়ে সুর্যোদয় আর সুর্যাস্ত উভয় সময়ই নামাজ পড়া হারাম। স্রষ্টার এই নীতি দিয়েও অনেকটা অনুমান করা যায় যে, শুরু এবং শেষ কিংবা সৃষ্টি এবং ধ্বংসের সাদৃশ্যতা রয়েছে। মানুষের জীবনে শৈশব আর বার্ধক্যের সাদৃশ্যতা হলো অবুঝ, অক্ষমতা সর্বোপরি ভালবাসার কাঙালীপনা। একটা অবুঝ বাচ্চা ভাবে পৃথিবীর সব ভালবাসাটুকুন তার হোক তেমনি একজন বৃদ্ধাও চায় তার সন্তান, তার আত্মীয়-স্বজন তাকে ভালবাসুক, সম্মান করুক। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস সমৃদ্ধির ভিত্তি প্রবীণেরা আজ ভালবাসা আর সম্মান বঞ্চিত, পরিত্যক্ত। আজও দেশের হাজার হাজার শিশু, বৃদ্ধ ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর। দিকেদিকে ছড়িয়ে পড়ছে তাদের ক্ষুধার আর্তনাদ। ভুলে গেছে তারা প্রাপ্য ভালবাসার কথা, সম্মানের কথা। শিশুদের প্রয়োজন নির্ভরতা, তেমনি বৃদ্ধেরও প্রয়োজন হয় নির্ভরতা। দু'জনই অক্ষম, দু'জনই দুর্বল, যদিও দু'জন ভিন্ন পথের পথিক। শিশুর চোখে অনাগত স্বপ্ন, অনাগত যৌবনের হাতছানি আর প্রবীনের চোখে কালোত্তীর্ণ স্বপ্ন, বিগত দিনের দৃশ্যমালা, ফেলে আসা ধুসর প্রান্তর।

ইংরেজীতে একটি কথা আছে Old is Gold । বস্তুত সৃষ্টির আদি থেকে এপর্যন্ত সভ্যতা যে স্তরে উপনীত হয়েছে তা যুগ যুগ ধরে রেখে যাওয়া পৃথিবীর পূর্বপুরুষেরই অবদান। তীর যেমন বিপুলবেগে ছুটার আগে পেছনে গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে তেমনি সৃজনশীল মানুষেরাও সম্মুখ গতি সূসংহত করতে পেছনের ইতিহাস, সমৃদ্ধি থেকে শক্তি সঞ্চয় করে। আমাদের প্রবীণগোষ্ঠী তেমনি একটি শক্তির উৎস, সম্ভবনাময় অধ্যায়। প্রবীণগোষ্ঠী আলাদা কোন গ্রহের মানুষ নয়, এই সম্মানিত মানুষগুলো হলো আমাদের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার মা-বাবা, আমাদেরই স্বজন। যাদের রক্তে-রক্তে হেঁটে মনুষ্য সম্প্রদায় চলছে সভ্যতা আর আধুনিকতার পথে। জীবনের সোনালী দিনগুলো ছেলে-সন্তান গড়া, পৃথিবী গড়ার কাজে ব্যয় করে প্রবীনেরা বৃদ্ধ বয়সে শিশুর মতো অবলা অসহায় দিনযাপনে বাধ্য হয়। মাতৃজঠর থেকে নেমে মানবপথিক যেমন অসহায় অবলা পরিস্থিতিতে শুরু করেছিলেন পৃথিবীর পথচলা তেমনি সেই অলংঘনীয় পরিণতি মাথা পেতে বিদায়ের প্রস্তুতি নিতে হয় তাকে। এ এক বিষ্ময়কর সৃষ্টির রহস্যঘেরা আয়োজন। জন্মের পথ যেমন অসহায় মৃত্যুর পথও তেমনি অসহায়। এ যেন নদীর দু'পাশে ধু-ধু বালুচর / মাঝখানে কুলভাঙা স্রোতস্বিনী জল / মন্থর গতির বালুচর ফেলে নিকষ অন্ধকার / হায় অন্ধকারচ্ছন্ন ভুবন! / কাউকে দেয়নি জানতে / কাউকে দেয়নি ফিরতে / যেথা অশ্রু ঝরায় স্বজন / বসিয়া নিরঞ্জন। আমাদের দেশের প্রবীনদের বুক ফাটেতো মুখ ফুটে না। প্রবীণেরা নিজ ঘরে নিকটাত্মীয় বা স্বজন কর্তৃক নির্যাতীত হলেও মান-সম্মানের ভয়ে তা কাউকে বলতে চায় না। তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে খুব সহজেই বঞ্চিত হন নিজেদের আপনজনের কাছে। প্রবীণ বঞ্চনার সবচেয়ে বড় কারণ হলো সমাজের কাছে, দেশের কাছে কোনভাবেই তারা নিজ্ ছেলে-সন্তানদের হেয় করতে পছন্দ করেন না। শারিরীক অক্ষমতা কিংবা মানসিক দুর্বলতার কারণেও অনেক সময় প্রতিবেশী কিংবা আপনজন কর্তৃক প্রবীনেরা নির্যাতনের স্বীকার হন। প্রবীণেরা পারস্পরিক সোহার্দ্য এবং সম্পর্ক উন্নয়ণ সর্বোপরি সংঘবদ্ধ হলে অন্তত: প্রবীণ নির্যাতন হ্রাস করা অনেকাংশে সম্ভব। সমাজ ও রাষ্ট্রিয় আনুকুল্য পেতেও প্রবীণদের সংঘবদ্ধ হওয়ার কোন বিকল্প নেই। ফোরাম ফর দি রাইটস অব দি এল্ডারলি, বাংলাদেশ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন প্রবীণদের অধিকার ও কল্যাণে কাজ করতে। আয়বিহীন প্রবীণদের প্রতিদিনকার যাতায়াতে ব্যবহার করতে হয় পাবলিক বাস। বাঙালী ঐতিহ্য, পারিবারিক বন্ধন হারিয়ে যাওয়ায় এখন আর কোন নবীন কিংবা যুবক প্রবীণদের বাসের সিট ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চায় না। শারিরীক দুর্বলতার কারণে

totalmamun@gmail.com

গণ ধাক্কাধাক্কিতে প্রবীণদের গণ বাসে চড়ার প্রানান্তকর প্রচেষ্টা অমানবিক দৃশ্যের সৃষ্টি করছে প্রতিনিয়ত। সুতারাং শহর কিংবা গ্রামে সবখানে গণ বাসে প্রবীণদের জন্য সংরক্ষিত আসন বরাদ্দ রাখা অত্যন্ত জরুরী এবং এব্যাপারে প্রবীণদের সংগঠনগুলো প্রচারণা, জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অধুনা শহরে গণহারে নতুন নতুন এ্যাপার্টমেন্ট তৈরী হচ্ছে। সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক এ্যাপার্টমেন্টের উপরে প্রবীণদের জন্য খেলাধুলার ব্যবস্থা, গেট টুগেদারের ব্যবস্থা এবং ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা রাখার বাধ্যবাধকতার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। গ্রামাঞ্চলে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ বিল্ডিং-এ প্রবীণদের জন্য একটি রুম বরাদ্দ রেখে সেখানে প্রবীণদের ইনহাউজ খেলাধুলার ব্যবস্থা করা, গল্প করা এবং ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা রাখা যায়। সারাদেশে সকল সরকারী হাসপাতালগুলোতে প্রবীণ রোগীদের জন্য আলাদা লাইন, আলাদা ওয়ার্ড এবং উন্নত বিশ্বের মতো আলাদা চিকিৎসা ব্যবস্থা রাখা অধিকতর যৌক্তিক। দক্ষিণ কোরিয়া, আমেরিকা, ইউরোপসহ অনেক দেশে সরকারী হাসপাতালগুলোতে প্রবীণদের জন্য আলাদা চিকিৎসা ব্যবস্থা, গণপরিবহন সার্ভিসগুলোতে প্রবীণদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। আজ সবচেয়ে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো প্রবীণদের জন্য নেয়া কিংবা পরিকল্পনাধীন সকল ইতিবাচক উদ্যোগগুলো শহর ছাড়িয়ে বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পেঁছিয়ে দেয়া। আমরা সবাই জানি গ্রামে বসবাসকারী অধিকাংশ প্রবীণেরা হলেন অসচ্ছল, হতদরিদ্র এবং তুলনামুলক শহুরে প্রবীণদের চেয়ে বেশী অসহায়। সুতারাং যারা শহুরে সচেতন স্বচ্ছল প্রবীনেরা আছেন তাদের উচিত পল্লী প্রবীণদের কথা মনে রাখা, তাদের জন্য কিছু করার প্রচেষ্টা জোরদার করা। এখানে আমি ফোরাম ফর দি রাইটস অব দি এন্ডারলি, বাংলাদেশ এর কাছে সবিনয় অনুরোধ জানাবো যাতে সংগঠনের কার্যক্রম বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের অসহায় প্রবীণদের কাছে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা যেন অব্যাহত রাখে এবং তা ক্রমান্বয়ে আরো গতিশীল করে তোলেন। প্রবীণদের কল্যাণে শুধুমাত্র প্রবীণ সংগঠন কিংবা সরকার নয়, অন্যান্য সংগঠন যেমন: বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন-বিএমএ, এফবিসিসিআই, উন্নয়ণ সংস্থা এবং বিজিএমইএসহ সবধরণের সংগঠন প্রবীণদের জন্য বিশেষ বিশেষ কার্যক্রম হাতে নিতে পারে। একজন সমাজকর্মী হিসেবে মনে করি সমাজের প্রত্যেকের উচিত প্রবীণদের কল্যাণে কাজ করা। কারণ প্রবীণেরা কারো না কারো মা, কারো না কারো বাবা অথবা দাদা-দাদী কিংবা স্বজন। আমি সবসময় স্বপ্ন দেখি একদিন ঢাকার মতো চট্টগ্রামসহ সারাদেশের জেলা, উপজেলা পর্যায়ে প্রবীণদের জন্য খেলাধুলা, আড্ডা, ফিজিওথেরাপিসহ সকল সযোগ সুবিধাসম্বলিত বড় বড় প্রবীণ সেন্টার গড়ে উঠবে। সারাদেশে প্রবীণ সেন্টার গড়ে তুলতে সরকারী উদ্যোগ এবং বাংলাদেশে কর্মরত প্রতিষ্ঠিত এনজিও, ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতির অংশগ্রহণ প্রয়োজন। আমি মনে করি এবং বিশ্বাস করি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সারা দেশের প্রবীণদের কল্যাণে সরকার যদি একটি কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ণ করে দেশে কর্মরত প্রতিষ্ঠিত উন্নয়ণ সংস্থা (এনজিও), শিল্পপতি এবং মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীদের প্রয়োজনীয় গাইডলাইন, নির্দেশনা প্রদান করেন তাহলে অর্থসংস্থান তেমন একটা বড় সমস্যা হবে না। আমি বিশেষ করে চট্টগ্রামের সকল সচেতন প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ, রাজনীতিবিদ, প্রতিষ্ঠিত স্বনামধন্য পেশাদার ব্যক্তিত্ব, সিটি কর্পোরেশন, সিডিএ এবং চট্টগ্রামে কর্মরত উন্নয়ণ সংস্থাসমুহ সর্বোপরি সরকারের কাছে সবিনয় আবেদন রাখতে চাই, আসুন আমরা প্রবীণদের জন্য চট্টগ্রামে একটা আধুনিক প্রবীণ কেন্দ্র গড়ে তুলি।

পৃথিবীর বিষ্ময়কর গ্রন্থ পবিত্র কোরআনুল করীমে আল্লাহপাক বলেছেন, "এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্থ, নিকট প্রতিবেশী ও দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন না আত্মম্ভরী ও দাম্ভিককে। (সূরা আন নিসা, আয়াত-৩৬)

বার্ধক্য মানব জীবনের এক চিরন্তন বিষয়। মানবশিশুর জন্ম যেমন স্বাভাবিক, তেমনি শিশুকাল, কৈশোর আর যৌবনের দিনগুলো পেরিয়ে বার্ধক্যে উপনীত হওয়াও একান্ত স্বাভাবিক বিষয়। অসময়ে, অপরিণত বয়সে মারা না গেলে প্রতিটি মানুষকে পরিণত বয়সের স্বাদ নিতে হয়। কিন্তু এই পরিণত বয়সটা কেমন? এই বয়সের কি সমস্যা, সুবিধাই বা কি কি? প্রবীণ পুরুষ আর নারীর জীবন-যাপনে কোনো পার্থক্য আছে কি? সে পার্থক্য কি খুবই প্রকট? উন্নত বিশ্বের প্রবীণদের চেয়ে আমাদের প্রবীণরা কি ভালো আছেন–ইত্যাদি নানা প্রশ্নের জবাব খোঁজার একটা প্রয়াস এই নিবন্ধে লক্ষ্য করা যাবে।

আফ্রিকায় বলা হয়, যখন একজন প্রবীণ লোক মারা যান তখন একটি গ্রন্থাগার শেষ হয়ে যায়। এই বাক্যটি অনেকটা প্রবাদ বাক্যের মতই এবং একটু ভাবলেই এর মর্মার্থ উপলব্ধি করা যায়। যে কোনো দেশেই প্রবীণরা বর্তমানের সাথে অতীত এবং ভবিষ্যতের সংযোগ সাধন করেন। তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত হয়ে একটি জীবন প্রবাহ তৈরী করে।

বয়স্কদের বসবাসের দিক থেকে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। উন্নত দেশগুলোতে আজকাল যখন প্রায় সকল প্রবীণ শহর এলাকায় বসবাস করেন সেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অধিকাংশ প্রবীণই গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন। তাই আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে যে, বৃদ্ধ বয়স হবে স্বাস্থ্যকর, আত্মনির্ভরশীল, সক্ষম ও সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

বয়স্কদের বয়স আরো যত বাড়ছে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা তত কমছে। সবক্ষেত্রে কর্মনীতি গ্রহণ করার বেলায় বয়স্ক নারীদের অবস্থা সবসময় অগ্রাধিকার পাবে বলে এতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এতে বলা হয়, নারী ও পুরুষের উপর বয়স আলাদা আলাদা প্রভাব বিস্তার করে এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে নারী পুরুষের পূর্ণ সমতা নিশ্চিত করা এবং এই ইস্যুকে কার্যকর ও দক্ষতার সঙ্গে পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

মানবজাতির একটি বড় অগ্রগতি হলো, সামাজিক অগ্রগতির কারণে অনেক ভালো পরিবেশে মানুষ এখন দীর্ঘদিন বেঁচে থাকছে। ফলে, বয়স্কদের সংখ্যা এখন আরও বেড়েছে। সকল বয়সীদের জন্য একটি সমাজ অর্জন করার জন্য আমাদের সমাজকে একটি বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচার করতে হবে এবং সমাজে বিভিন্ন প্রজন্ম যে ভূমিকা রাখে তা উঁচুতে তুলে ধরতে হবে। সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য পরিবার, সমাজ, কমিউনিটি ও জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রজন্মগুলোর মধ্যে সংহতি আনতে হবে।

ধীরে ধীরে আমরা উপলব্ধি করছি যে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রবীণ জনগোষ্ঠী একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। আর এ জন্য আমাদের প্রস্তুতি থাকা দরকার। প্রবীণদের ভেতর যে সক্ষমতা রয়েছে আমাদেরকে তা কাজে লাগাতে হবে এবং তার জন্য সে রকম পরিকল্পনা ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাও তৈরী করতে হবে। প্রবীণ বয়সকে জীবনের এমন একটি স্তর হিসেবে বিবেচনা করতে হবে যখন নারী পুরুষ তাদের দক্ষতাকে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে এবং তখনও তারা সমাজের একজন সক্রিয় লোক হিসেবে গণ্য হবে। এ অবস্থায়ও তারা পূর্ণ নাগরিক হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং সামাজিকভাবে পূর্ণ স্বীকৃতি পাবে।

বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে ওল্ড হোম প্রবীণদের ঠিকানা হিসেবে গড়ে উঠলেও আমাদের মতো স্বল্পোন্নত দেশসমূহে প্রবীণরা পরিবারের সান্নিধ্যেই থাকছে। এই বিপরীত অবস্থানের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ফলই রয়েছে। ওল্ড হোমে প্রবীণদের জন্য নানা সুযোগের ব্যবস্থা থাকলেও সেখানে পারিবারিক বা আত্মিক বন্ধন নেই। আবার উন্নয়নশীল দেশসমুহের প্রবীণরা নিজেদের পারিবারিক মন্ডলে বৃদ্ধ বয়সটা

প্রায় ক্ষেত্রে ভালোবাসার বন্ধনে কাটাতে পারলেও ওল্ড হোমের নিয়মতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। এ ক্ষেত্রে ভালোবাসার বন্ধনে প্রায় বলার কারণ আমাদের অনেক প্রবীণই বৃদ্ধ বয়সে আর্থিক ও অন্যান্য কারণে অযত্ন-অবহেলার শিকার হন।

প্রবীণদের নিয়ে ভাবনা-চিন্তাও আমাদের দেশে বেশী দিনের পুরানো নয়। আমাদের প্রবীণদের নিয়ে এখন সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী কিছু কিছু সংস্থাও কাজ শুরু করেছে। এটা অবশ্য আশার কথা। আশা করা যায়, আমাদের নানান উন্নয়ন কার্যক্রমে প্রবীণদের নিয়ে কর্মসূচি আসবে, তারাও উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত থাকবেন এবং পূর্ণ নাগরিক মর্যাদা নিয়ে জীবনের শেষ দিনগুলো পার করবেন। প্রবীণদের অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আমরা তাদেরকে আমাদের সম্ভাবনা হিসেবে কাজে লাগাতে পারি, নতুবা ক্রমে তারা আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবেন। পাশ্চাত্যের দেশগুলো আজ যেমন প্রবীণদের নিয়ে উঠে-পড়ে লেগেছে, জাতিসংঘকে যেখানে প্রবীণদের নিয়ে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হচ্ছে সেখানে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশসমূহেরও যথাসময়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন দরকার।

এ জন্য সরকারসহ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, প্রবীণদের মানবিক ও নাগরিক মর্যাদা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, পেনশন ও বয়স্ক ভাতা, বিনোদন, স্বেচ্ছামূলক কর্মসংস্থান তৈরী, অসহায় প্রবীণদের পুনর্বাসন এবং বিশেষভাবে প্রবীণ নারীদের মানবিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

ঠিকানা: সৈয়দ মামুনূর রশীদ (totalmamun@yahoo.com)

উক্ত লেখকের অন্যান্য লেখাগুলো পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন